বর্ণমালায় নীতিকথা

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে –
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে, আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো –
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে –
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

বর্ণমালায়
নীতিকথা

উপদেষ্টা

সেলিনা হোসেন, কথাসাহিত্যিক ও প্রাক্তন মহাসচিব, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, টিআইবি
অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মূল খসড়া প্রণয়ন ও সম্পাদনা
সালমা ইয়াসমিন
প্রাক্তন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)
ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সার্পোর্ট (ইয়েস) সদস্যবৃন্দ
ও টিআইবির সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মামুন হোসাইন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৭
এপ্রিল ২০১৯ প্রকাশিত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০২০

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
আইএসবিএন: 978-984-33-7397-7

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org
www.facebook.com/TIBangladesh

প্রাক্‌কথন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন, সোচ্চার ও সক্রিয় করার জন্য বহুমুখী গবেষণার প্রচারণা ও অধিপরামর্শমূলক কাজ করছে। টিআইবির উদ্যোগে পরিচালিত দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে আজ যুক্ত হচ্ছে সারাদেশের সচেতন মানুষ।

টিআইবির কাজের মূল অনুপ্রেরণা আমাদের গৌরবময় ইতিহাস, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। গণতন্ত্র, সকল মানুষের সমান অধিকার ও একটি সুশাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের মানুষের অকাতরে রক্ত দেওয়ার যে ঐতিহ্য তার বাহক হিসেবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের অন্যতম অন্তরায় যে দুর্নীতি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এদেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক দায়িত্ব ও অধিকার।

আমরা বিশ্বাস করি দুর্নীতি একুশের চেতনার পরিপন্থি; দুর্নীতি স্বাধীনতার চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক; স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে আমরা চাই সুশাসিত দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। আর এই দুর্নীতিমুক্ত সুশাসিত দেশ গড়তে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে সচেতন নাগরিকসহ তরুণ সমাজ। এই বিশ্বাস থেকে যাদের দুচোখে সুশাসিত সমৃদ্ধ এক স্বদেশ গড়ার স্বপ্ন, যাদের চেতনায় গাঁথা সুন্দর একটি সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যাশা, আগামীর নেতৃত্বের সেইসব ক্ষুদে সৈনিক পাঠকদের মনে নির্মল দেশপ্রেম, মানবিকতা ও নীতিবোধ জাগানো টিআইবির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ চর্চায় শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতার সৃষ্টি ও বিস্তারের লক্ষ্যে এই পুস্তিকাটি প্রণীত হয়েছে। টিআইবির প্রত্যাশা এটি আজকের শিশু-কিশোরদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, সামাজিক কার্যকলাপে এবং পেশাগত জীবনে স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন ঘটাতে সহায়ক হবে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে সত্য ও সুন্দর জীবন গঠনে প্রচলিত মূল্যবোধের চর্চা ও অনুকরণীয় বিষয়ে সচেতন করতে টিআইবির এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ২০১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় 'বর্ণমালায় নীতিকথা'। ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা থাকায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনুরোধে ২০১৭ সালে এর পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করা হয়। একইভাবে ২০১৯ সালে প্রকাশিত পুস্তিকাটির পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের এই পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করা হল। প্রণয়ন ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), স্বচ্ছতার জন্য নাগরিক (স্বজন), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) ও ইয়েস-ফ্রেন্ডস সদস্যবৃন্দ, টিআইবির সংশ্লিষ্ট সহকর্মীবৃন্দ এবং শিশু-কিশোরদের মতামত ও পরামর্শ গৃহীত হয়েছে। খসড়ার ওপর বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগৃহীত হয়েছে। পুস্তিকাটির সার্বিক মান উন্নয়নে যারা মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছেন, তাঁদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মূল খসড়া প্রণয়নকারী আমার প্রাক্তন সহকর্মী সালমা ইয়াসমিনকে ধন্যবাদ জানাই। টিআইবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রাক্তন মহাসচিব বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে পুস্তিকাটি সমৃদ্ধ করেছেন। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়নে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আশা করি, শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি যেকোনো বয়সের পাঠক এটি সানন্দে পড়তে পারবেন। পুস্তিকাটি যদি পাঠকের মনে ইতিবাচক রেখাপাত করতে পারে, তবেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে। পরবর্তী সংস্করণের জন্য পাঠকের মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

স্বরবর্ণ

অ

অসৎ সঙ্গ ভাল নয়
অহঙ্কারীর পতন হয়।

আ

আলস্যকে করব জয়
জীবন হবে কর্মময়।

ই

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়
এই কথাটা মিথ্যে নয়।

ঈ

ঈর্ষা করা বড়ই লাজের
ঈর্ষা নয় কোনো কাজের।

উ

উদার মনের মানুষ হব
সবার দুঃখে পাশে রব।

ঊ

ঊষা রাঙায় সবার প্রাণ
ঊর্ধ্বে রাখ দেশের মান।

ঋ

ঋষিতুল্য গুরুজন
গুরুর সেবায় দেব মন।

এ

একতা হল শক্তির মূল
একলা চলে কোরো না ভুল।

ঐ

ঐশ্বর্য হয় জ্ঞানের গুণে
এই কথাটি রেখ মনে।

ও

ওষুধ খেলে অসুখ সারে
আর যাব না ওঝার দ্বারে।

ঔ

ঔদ্ধত্য ভাল নয়
বিনয় দিয়ে করব জয়।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক

কটুকথা বলব না
মন্দ পথে চলব না।

খ

খাঁটি মানুষ হতে চাও
ন্যায়ের পথে পা বাড়াও।

গ

গর্ব করি দেশের জন্য
ভালোবেসে আমরা ধন্য।

ঘ

ঘৃণা করা ভাল নয়
ভালোবেসে করব জয়।

ঙ

সঙ সেজে করছে ঢঙ
মেখে গায়ে নানান রঙ।

চ

চতুরতা করা বারণ
হতে পারে ক্ষতির কারণ।

ছ

ছবি দেখে পড়া শিখি
ছন্দে ছন্দে ছড়া লিখি।

জ

জগৎ জুড়ে সেই তো ভালো
আঁধার মনে দেয় যে আলো।

ঝ

ঝড়কে আর করি না ভয়
সাহস দিয়ে করব জয়।

ঞ

মিঞাভাই সজ্জন
চিরকালের অর্জন।

ট

টাকা আয় বৈধ পথে
অন্যায় নয় কোনো মতে।

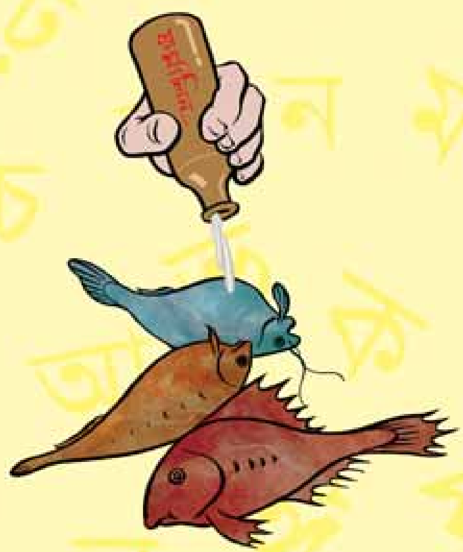

ঠ

ঠকলেই শিক্ষা হয়
ঠক কখনো বন্ধু নয়।

ড

ডরাই না তো মরণে
দেশ মাতারই কারণে।

ঢ

ঢাক ঢোল পিটিয়ে নয়
কর্মে মেলে পরিচয়।

ণ

হরিণ থাকে সুন্দরবনে
মন দেবো তা সংরক্ষণে।

ত

তত্ত্ব কথা বলতে চাও
জ্ঞানার্জনে নজর দাও।

থ

থাকে যদি নৈতিকতা
আসবে তোমার সফলতা।

দ

দুর্নীতিকে না বলো
সৎপথে এগিয়ে চলো।

ধ

ধনী কি আর তারে কয়
মানই যার নিজের নয়।

ন

নিন্দা করা মন্দ কাজ
নিন্দুকের নেই তো লাজ।

প

পরকে যদি করো দান
বেঁচে যাবে হাজার প্রাণ।

ফ

ফলেই হবে পরিচয়
এ কথাটি মিথ্যে নয়।

ব

বিপদে যায় বন্ধু চেনা
না করেও লেনাদেনা।

ভ

ভয় পেওনা হারতে
হারের পরেই জিতবে।

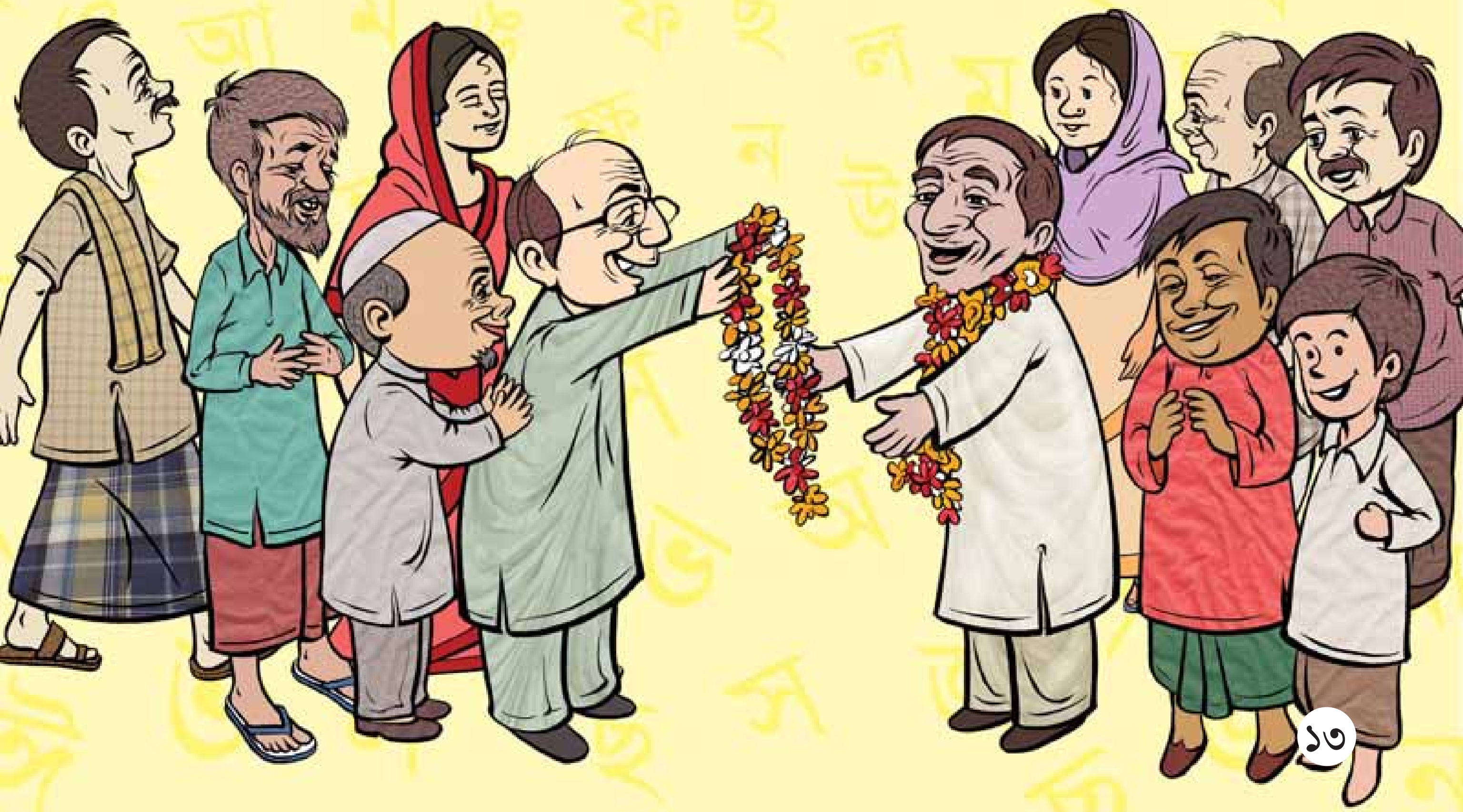

ম

মাতৃভূমি মায়ের মতন
সবাই মিলে করি যতন।

য

যুদ্ধ করে একাত্তরে
এনেছি দেশ স্বাধীন করে।

র

রক্ষা করি দেশের মান
ন্যায়বিচারে সবাই সমান।

ল

লজ্জা নেই শিখতে
সত্যি কথা লিখতে।

শ

শপথ নিলাম দৃপ্তহাতে
জীবন হবে তৃপ্ত তাতে।

ষ

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে
সবার সঙ্গে সবাই মেশে।

স

সজ্জন দেখে সখ্য গড়ি
সৎ থাকার শপথ করি।

হ

হঠকারীদের দিন শেষ
সবাই মিলে গড়ি দেশ।

ক্ষ

ক্ষমার আলোয় দেখবে যখন
জীবনের পথ সহজ তখন।

ড়

সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি
ন্যায়কে পথের সাথী করি।

ঢ়

দৃঢ়তা থাক মনোবলে
সাহস রাখ জিততে হলে।

য়

আয় রে সবাই দেশের তরে
কাজ করে যাই জীবন ভরে।

ৎ

চিৎকারে কাজ হয় না সদাই
মিলেমিশে থাকবো সবাই।

ং

অংশীদারের সমানাধিকার
মেনে চলো মানবাধিকার।

ঃ

দুঃখ চিরসাথী নয়
সৎকর্মে মুক্তি হয়।

ঁ

চাঁদের মেলা তারার সনে
বিলায় খুশি সবার মনে।

শিশুর স্বপ্ন-১

প্রতিদিন সবাই মিলে শপথ করি,
'মানুষ' হতে হলে নিজেকে গড়ি।
পড়ালেখা, খেলাধুলা যে কাজে যাই,
সবখানে জয়ের মালা জিতে নিতে চাই।
অসৎ নীতি অসৎ সঙ্গ করি বর্জন,
'মানুষ' হবার প্রতিজ্ঞাটা হবেই অর্জন।
বড় হয়ে একদিন দেশটাকে গড়ব,
এই কাজে সকলে একসাথে লড়ব।
সুন্দর দেশ হবে সুন্দর জাতি,
নিরাপদ থাকব দিন আর রাতি।

শিশুর স্বপ্ন-২

মা যেমন প্রিয় মোদের মাতৃভূমিও মা,
মায়ের জন্য জীবন দিতে দ্বিধা করি না।
শত্রু ছিল একাত্তরে আজও শত্রু আছে,
শত্রুমুক্ত করতে মাকে থাকব কাছে কাছে।
অবিচার, অনাচার, সন্ত্রাস রুখবো,
বিজয়ের পতাকার সম্মান রাখবো।
সবাই মিলে রুখতে হবে মায়ের অপমান,
বিশ্ব পাবে মহান জাতি দেশ পাবে সম্মান।

শিশুর স্বপ্ন-৩

ছোট যদি আজ হও কাল বড় হবে,
বড় হতে একদিন ছোট হও তবে।
হার-জিৎ চিরদিন সব কাজে থাকে,
আজ হেরে গিয়ে কাল নিয়ো জিতটাকে।
বিনয়ে যে নত হয় সেই হবে বড়
যতোই আঘাত দিক বড় বড় ঝড়ও।
তুমি যদি বড় হও দেশ বড় হবে,
যুগে যুগে তুমি স্মরনীয় হয়ে রবে।

শিশুর স্বপ্ন-৪

আমরা যারা আজকে শিশু, কালকে বড় হব,
বড় হয়ে দেশের কাজে নিবেদিত রব।
আমরা যারা আজকে শিশু, কালকে শিশু নয়,
সকল কাজে এগিয়ে যাব করব যুদ্ধ জয়।
আমরা যারা আজকে শিশু, কালকে বড় হব,
সবার ঘুম ভাঙিয়ে জগত করবো অভিনব।
আমরা যারা আজকে শিশু, কালকে শিশু নয়,
কাজের মাঝে জগতটাকে করবো শোভাময়।
আমরা যারা আজকে শিশু, বড় হলে পরে
ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবো সবার ঘরে ঘরে।

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ
উ ঊ ঋ
এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল শ ষ
স হ ক্ষ ড় ঢ়
য় ৎ ং ঃ ঁ

দুর্নীতিবিরোধী শপথ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তরসূরি হিসেবে
সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করছি যে,
আমি প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা,
সার্বভৌমত্ব, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের
প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা পোষণ করব।
দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে
যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
আমি দুর্নীতিকে ঘৃণা করি।
সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে নিজেকে বিরত রাখতে
আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি
যে কোনো অসদুপায় অবলম্বন থেকে বিরত থাকব এবং
সততা ও দায়বদ্ধতার সাথে দায়িত্ব পালন করব।
আমি আইন ও মানবাধিকারের প্রতি
সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকব।
মানুষে মানুষে বৈষম্য এবং শোষণ প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকব।
বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন
গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল উদ্যোগে
আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে সচেষ্ট হব।

আমি আন্তরিকতার সাথে স্বেচ্ছায় এই শপথ করলাম

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org
www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN 978-984-33-7397-7